গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

...

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ড. মহঃ শের আলী<br>মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) |
| সভার তারিখ | ২৫ মে, ২০২১ |
| সভার সময় | বেলা ০৩:০০ ঘটিকা |
| স্থান | সভাকক্ষ |
| উপস্থিতি | পরিশিষ্ট-ক |

**বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মে/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্য সূচি:

(১) বিগত ২৬-০৪-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) বিগত ২৬-০৪-২০২১ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণীর প্রশাসনিক আলোচনার ১ নং পয়েন্টের সিদ্ধান্ত "খ" এর বিষয়ে জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী সভার পূর্বেই ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব/মডিউল জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ এর জন্য লকডাউন চলমান থাকার কারণে শাখাসমূহের সকল সদস্যের পক্ষে আলোচনা সম্ভব হয়নি বিধায় সকল শাখা হতে প্রস্তাব পেশ করা সম্ভব হয়নি। মহাপরিচালক উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিবর্তে লকডাউন পরবর্তী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে সকল শাখা হতে প্রস্তাব পেশ করতে হবে এ সিদ্ধান্ত সহকারে পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী শাখা |
|---|---|---|---|
| | **ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | আগামি ২০২২ সালে বৃহৎ পরিসরে জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন আয়োজন সংক্রান্ত আলোচনায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ উদযাপন সংক্রান্ত একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠনের কথা থাকলেও বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি ও লকডাউন শুরু হওয়ার কারণে কমিটি গঠণ তথা অফিস আদেশ জারি করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো উল্লেখ করেন, এ সভায় আলোচনার মাধ্যমেই একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠণ করা যেতে পারে। পূর্বে জিএসবি কর্তৃক আয়োজিত মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি কমিটিও সমন্বয় সভায় আলোচনার মাধ্যমে গঠণ করা হয়েছিল। মহাপরিচালক অতঃপর প্রস্তাব করেন, যেহেতু পূর্বের কমিটি সকল ডিসিপ্লিনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। তাই পূর্ববর্তী কমিটিই জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রস্তুতি কমিটি হিসাবে কাজ করতে পারে। সকল সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন। | ক) মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের জন্য পূর্বগঠিত প্রস্তুতি কমিটিই জিএসবি'র ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রস্তুতি কমিটি হিসাবে কাজ করবে। | পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা/ সংশ্লিষ্ট কমিটি |
| ২। | ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, জিএসবি'র সিনিয়র কর্মকর্তাগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১২ মে ২০২১ তারিখ হতে খনন কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে কেসিং রিকভারী ও খনন যন্ত্রপাতিসমূহ বগুড়া ক্যাম্প অফিসে পরিবহন কাজ চলছে। এ সংক্রান্ত আলোচনায় খনন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) জানান, কেসিং রিকভারীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এখন খনন যন্ত্রপাতিসমূহ বগুড়া ক্যাম্প অফিসে পরিবহন ও খনন এলাকা বালি দিয়ে ভরাট করে পূর্বাবস্থায় জমির মালিকের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি আরো জানান, এবারের কেসিং রিকভারীর কাজ ১০০% সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে যা সাধারণত কষ্টসাধ্য। সকল কাজ এ মাসের মধ্যেই শেষ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অপর আলোচনায় জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বর্তমানে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন এবং কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব শাখা হতে ১ টি দল বহিরঙ্গনে অবস্থান করছে। এ কাজ সম্পন্ন হলে এপিএ'র মানচিত্রায়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। এ পর্যায়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এবারের ড্রিলিং হতে ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এ ড্রিলিং একই রকম অবদান রাখবে। | ক) খনন কাজের প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে পৃথক ১টি সভায় উক্ত খনন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি আলোচনা করা হবে। | অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট শাখা সহ সংশ্লিষ্ট শাখা |
| ৩। | বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় চলমান Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC) প্রকল্পের সহায়তায় জিএসবি'র জন্য ১টি তথ্যচিত্র তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, জিএসবি'র ভিডিও চিত্র ধারন সংক্রান্ত পূর্ববর্তী কমিটি ও প্রকল্প পরিচালক আলোচনার মাধ্যমে তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি ও লকডাউন চলমান থাকার কারণে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। লকডাউন প্রত্যাহারের পরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করা হবে। | ক) GeoUPAC প্রকল্পের সহায়তায় জিএসবি'র জন্য নির্মিতব্য তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু নির্দ্ধারনের জন্য লকডাউন পরবর্তী সময়ে জিএসবি'র ভিডিও চিত্র ধারন সংক্রান্ত কমিটি ও প্রকল্প পরিচালক আলোচনার মাধ্যমে তথ্যচিত্রের বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন। | GeoUPAC প্রকল্প ও জিএসবি'র ভিডিও চিত্র ধারন সংক্রান্ত কমিটি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪। | ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল শাখা প্রধানগণের সমন্বয়ে গত ২০ মে ২০২১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শাখাপ্রধানগণ এ বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা প্রদানের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার উপস্থাপনার পরে আলোচনাক্রমে পরবর্তীতে এ বিষয়ে করনীয় নির্ধারন করার বিষয়ে সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। মহাপরিচালক শাখা প্রধানদের মতামতের সাথে সম্মতি প্রকাশ করেন। | ক) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ বিষয়ে একটি উপস্থাপনা করবেন। পরবর্তীতে আলোচনাক্রমে এ বিষয়ে করনীয় নির্ধারন করা হবে। | জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) |
| | **প্রশাসনিক আলোচনা** | | |
| ১। | এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গত মাসে চলমান লকডাউনের কারণে প্রশিক্ষণের অগ্রগতি একেবারেই শূণ্য। মহাপরিচালকের প্রশ্নের জবাবে এপিএ'র টিম লিডার ও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, গত এপ্রিল মাস পর্যন্ত এপিএতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ৩২.৯২ জনঘন্টা যা এপিএ লক্ষ্যমাত্রার ৬০% অতিক্রম করেছে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, লকডাউন চলমান থাকলে অনলাইনে কর্মকর্তাদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা করলে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতি ৪০ জনঘন্টা করা সম্ভব হবে। কিন্তু কর্মচারিদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হবে না। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, কর্মচারিদের জন্য সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ২৫-৩০ জনের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জুন ক্লোজিং এর জন্য অপারেশন ও সমন্বয় শাখার অধিকাংশ কর্মচারিদের এখন নিয়মিত অফিসে আসতে হবে। সেই সকল কর্মচারিদের সমন্বয়েই সীমিত পরিসরে প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হবে। পর্ববর্তী সভায় জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর প্রস্তাব মোতাবেক প্রতিটি শাখা হতে বছরের শুরুতেই বহিরঙ্গন প্রস্তাবের পাশাপাশি ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের মডিউল/প্রস্তাব প্রদানের ক্ষেত্রে লকডাউনের জন্য শাখাগুলোর পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়া সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে মহাপরিচালক লকডাউন প্রত্যাহার পরবর্তী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে শাখাগুলো হতে ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাবনা পেশ করার সময় বর্ধিত করেন। | ক) লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হলে নিজস্ব রিসোর্স পারসন ব্যবহার করে কর্মকর্তাদের জন্য কয়েকটি অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>খ) সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ২৫-৩০ জন কর্মচারিদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। এক্ষেত্রে অপারেশন ও সমন্বয় শাখায় কর্মরত কর্মচারিদের প্রধান্য দেয়া যেতে পারে।<br>গ) লকডাউন প্রত্যাহার পরবর্তী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিটি শাখা হতে সম্ভাবনাময় ভূ-বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রস্তাব/মডিউল জমা দিতে হবে। | ক প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা<br>খ) প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা<br>গ) সকল শাখা |
| ২। | জিএসবির নিজস্ব আইন/বিধি প্রণয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ইতোমধ্যেই কমিটি ১টি সভা করেছে এবং সকল সদস্যের মধ্যে কার্য বন্টনের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে। তারা বিভিন্ন দপ্তরের আইন/বিধি পর্যালোচনার পাশাপাশি আইন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরগুলোর সাংগঠনিক বিন্যাস থেকে ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। আগামি সভায় কমিটির পক্ষ হতে এ সংক্রান্ত অগ্রগতি জানানো হবে। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করার পরামর্শ প্রদান করেন। | ক) জিএসবির কার্যাবলী, সাংগঠনিক বিন্যাস ও আইনের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে ১টি আইন প্রণয়ন করতে হবে। | জিএসবির আইন/বিধি প্রণয়ন কমিটি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ'র কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনায় এপিএ'র টিম লিডার ও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার শাখা প্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, বর্তমানে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য এপিএ'র খসড়া কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের পর্যালোচনা সভায় খসড়া কর্মপরিকল্পনার কিছু অংশে পরিমার্জনের পরামর্শ প্রদান করেন এবং এপিএ টিম কর্মপরিকল্পনায় সে মোতাবেক কিছু পরিবর্তন সম্পন্ন করেছে। মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষণ মোতাবেক জিএসবি'র মিশন ও ভিশন পুনরায় পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। ইতোপূর্বে অধিদপ্তরের সকল পরিচালক ও উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে ২ দিন অনলাইন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয় এবং ২০২১-২২ এর এপিএ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পুনরায় পূর্বের ন্যায় আলোচনা সাপেক্ষে জিএসবি'র মিশন ও ভিশন নির্ধারণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। | ক) জিএসবি'র মিশন ও ভিশন পূণঃনির্ধারণ করতে হবে। | এপিএ টিম |
| | **বিবিধ আলোচনা** | | |
| ১। | বিবিধ আলোচনায় মহাপরিচালক নির্মাণাধীন মুজিব কর্ণারের কাজ শেষ হতে আনুমানিক কত দিন লাগবে জিজ্ঞাসা করেন। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) মহাপরিচালকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, আশা করা যায় ১৫-২০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হবে। মহাপরিচালক সে মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। | মুজিব কর্ণারের কাজ শেষ হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ব্যবস্থা করা হবে। | মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটি/অপারেশন ও সমন্বয় শাখা |
| ২। | জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি জিএসবি যে সকল কাজ সম্পন্ন করেছে সব কিছু একত্রিত করে তালিকা আকারে ১টি পুস্তিকা প্রকাশের বিষয়ে মহাপরিচালক আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে সকলের মতামত জানতে চান। তিনি উল্লেখ করেন, এক্ষেত্রে জিএসবির কার্যাবলী সম্পর্কে খুব সহজেই কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা যাবে। জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এ পুস্তিকা প্রকাশের আয়োজন করা যেতে পারে। জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, জিওলোজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-তে এ ধরনের প্রচুর কাজ আছে এবং জিএসবি খুব সহজেই এ কাজটি সম্পাদন করতে পারবে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবির প্রথম থেকে শুরু করে সকল মহাপরিচালকের পরিচিতি ও তাদের অবদান এখানে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সকল ভূ-বৈজ্ঞানিক কাজের তালিকার পাশাপাশি যদি সারসংক্ষেপগুলো অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাহলে অধিকতর ফলপ্রসু হবে। এ ক্ষেত্রে জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সারসংক্ষেপের সাথে সম্ভব হলে মানচিত্র অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন। এ প্রেক্ষিতে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবি বিভিন্ন দিবস ও মেলা উপলক্ষ্যে প্রচার প্রচারণার জন্য নিয়মিতভাবে নিউজলেটার, বুকলেট ও ব্রোসিয়ার ইত্যাদি তৈরি করে আসছে। প্রচারণার এ মাধ্যমগুলোও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জিএসবি সম্পর্কে অবহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহাপরিচালক উল্লেখ করেন, এ ধরনের কাজগুলো রুটিন কাজের মতো সবসময় চালিয়ে যেতে হবে। | ক) জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি জিএসবি যে সকল কাজ সম্পন্ন করেছে সব একত্রিত করে তালিকা আকারে ১টি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।<br>খ) প্রচার প্রচারণার অংশ হিসাবে নিয়মিতভাবে নিউজলেটার, বুকলেট ও ব্রোসিয়ার ইত্যাদি তৈরির কাজ চলমান থাকবে। | জিএসবি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩। | বিবিধ আলোচনায় জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জিএসবির গবেষণাখাতের বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন, গবেষণাখাতের নীতি নির্ধারণের জন্য ইতোপূর্বে ১টি কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তীতে এ কমিটি হতে নীতি নির্ধারণের পূর্বেই গবেষণা প্রস্তাব চাওয়া এবং অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। তিনি এ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে চান। মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, পূর্বে টি গবেষণাখাতের নীতি নির্ধারণের জন্য তৈরি করা হলেও নীতি নির্ধারণ পরবর্তী অর্থের বরাদ্দ দেয়া হলে এ অর্থবছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যয় সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। সেক্ষেত্রে মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে কমিটি হতে গবেষণা প্রস্তাব নিয়ে যাচাই বাছাই পূর্বক অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। সর্বমোট ৪টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছিল তম্মধ্যে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবটি অনেক বৃহৎ ও বহিরঙ্গান সম্পৃক্ত বিধায় জুন, ২০২১ এর মধ্যে অর্থ ব্যয় কষ্টসাধ্য হবে। এছাড়াও, পরিচালক এ গবেষণার কাজটি ডিপিপি তৈরির মাধ্যমে সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেন। অন্য ৩টি গবেষণা প্রস্তাবের জন্য কমিটি হতে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হলে মহাপরিচালক সে মোতাবেক মঞ্জুরি প্রদান করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, পরবর্তী অর্থবছরের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। | ক) বহিরঙ্গান সম্পৃক্ত গবেষণা প্রস্তাবগুলো নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। | |

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

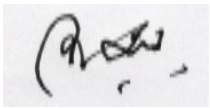

ড. মহঃ শের আলী
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.১৪

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮
০৭ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ।

৩) সভাপতি, আইসিটি ও ওয়েব টিম (জিএসবির ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ), জিএসবি, ঢাকা।

৪) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, জিএসবি, ঢাকা।

মঈনউদ্দিন আহম্মেদ
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)